তপ্ত যুদ্ধ কী? তপ্ত যুদ্ধের প্রকৃতি অনুসারে একে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ?

তপ্ত যুদ্ধ

ঠান্ডা যুদ্ধ তপ্ত যুদ্ধের পূর্বাবস্থা। ঠান্ডা যুদ্ধের অনুয়তা যখন প্রকট আকার ধারণ করে তখন তা তপ্ত যুদ্ধে পরিণত হয়। দুই বা ততোধিক বিবাদমান শক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে হিংসার রূপ নিয়ে যে সংঘর্ষ হয়, তাকে তপ্ত যুদ্ধ বলে।

প্রাচীনকাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যুদ্ধের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায় যে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য হামেশাই তপ্ত যুদ্ধের আশ্রয় নেওয়া হত এবং এর ফল হত মারাত্মক। যুদ্ধে বহুলোক নিহত হত। প্রচুর ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হত। দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ত। সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতি রূপে বিশ্ব দু'টি বৃহৎ শক্তিতে মোটামুটি সমানভাবে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ, বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে একটি শক্তি-সাম্য পরিলক্ষিত হয়। এরফলে, বিশ্বে তপ্ত যুদ্ধের আবহাওয়া বিলুপ্ত না হলেও স্তিমিত হয়ে পড়ে। তপ্ত যুদ্ধের স্থান দখল করে ঠান্ডা যুদ্ধ।

তপ্তযুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আধুনিক যুগে এই যুদ্ধের দু'টি শ্রেণি বিভাজন করা যেতে পারে। যথা,-

(ক) প্রথাগত যুদ্ধ

(খ) অ-চিরাচরিত যুদ্ধ

(ক) প্রথাগত যুদ্ধ :

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে ফরাসী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত সীমিত সৈনিক ও প্রথাগত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যে যুদ্ধ সীমিত ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে তাকে প্রথাগত যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধে রাষ্ট্রের সৈনিকদেরই শুধু নিয়োগ করা হত। রাষ্ট্রের অন্যান্য জনসাধারণ এই যুদ্ধের বাইরে থাকত। তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হত না। যুদ্ধ শুধুমাত্র রণক্ষেত্রেই সীমিত থাকত। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যও ছিল সীমিত। রাষ্ট্রের উন্নতি বিধান করা, রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সাধন করার মধ্যেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ থাকত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শত্রু বিনাশ ঘটলেও, সমস্ত সৈনিকদের হত্যা করা বা নিধন করা হত না। যুদ্ধ রণক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা করে উভয় পক্ষের মধ্যে পরিচালিত হত। রণক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের নিষ্পত্তি ঘটত। এরপর শত্রুর পশ্চাৎ ধাবন করে তাদের উপর আক্রমণ করা হত না। ফলে, শত্রু পক্ষের পূর্ণ বিনাশ এই যুদ্ধে ছিল অনুপস্থিত।

(খ) অ-চিরাচরিত যুদ্ধ :

প্রথাগত যুদ্ধ প্রবাহমান কাল থেকে চলে আসছে। সীমিত ক্ষেত্রে সীমিত প্রথাগত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সীমিত সৈন্যদের সঙ্গে অপর কোনও সৈন্যদলের হিংসাত্মক যুদ্ধকে আমরা প্রথাগত যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছি। কিন্তু, অ-চিরাচরিত যুদ্ধের তেমন কোনও সীমা নির্ধারণ করা যায় না। না শান্তি, না যুদ্ধ এরূপ পরিবেশে হিংসাত্মক কার্যের আশ্রয় নিয়ে যে সংঘর্ষ অনিয়মিতভাবে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া চালানো হয়, তাকে অ-চিরাচরিত বা অপরম্পরাগত যুদ্ধ বলা যায়। এ-যুদ্ধ কোনও ঘোষিত যুদ্ধ নয়। এ-ধরনের যুদ্ধের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ, লঘুতীব্রতা সম্পন্ন যুদ্ধ, বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ, বিপ্লব বিরোধী যুদ্ধ, নাগরিকদের বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করতে ভীতি প্রদর্শন এসব তো আছেই, তাছাড়া আতঙ্কবাদ, সন্ত্রাসবাদের পথ অনুসরণ করে বর্হিশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যাবলীও এ-যুদ্ধের অন্তর্গত।